দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

কুমিল্লা: পর্যাপ্ত বাস না থাকায় এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয় শিক্ষার্থীদের -ইত্তেফাক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ হাজার শিক্ষার্থীর ভরসা ৯টি বাস

■ মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পরিবহনের জন্য বাসের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। বেশিরভাগ বাসই ত্রুটিপূর্ণ। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। অথচ এ বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীর যাতায়াতের জন্য রয়েছে মাত্র ৯টি বাস। এছাড়া অদক্ষ চালকের কারণে মাঝে মাঝে ঘটছে দুর্ঘটনা।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বহনের জন্য বিআরটিসি থেকে ৯টি বাস ভাড়া নেয়া হয়েছে এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বহনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে নিজস্ব দুইটি বাস। ২৩ মার্চ থেকে সব রুটে বাস চললেও চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বাস বন্ধ রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বাস সংকট প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে খোরশেদ আলম নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, বাসে খুব গাদাগাদি করে আসতে হয়। অনেক সময় বাসে উঠতে পারা যায় না। বাসগুলোর ধারণ ক্ষমতা ষাট জনের হলেও বাধ্য হয়ে আশি থেকে নব্বই জন শিক্ষার্থী বাসে চলাচল করে থাকেন।

ভাড়া করা এ বাসগুলোর প্রায় সবগুলোই ত্রুটিপূর্ণ। যাত্রাপথে বাসগুলো যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ হয়ে গেলে বিপাকে পড়েন শিক্ষার্থীরা। মাঝে মাঝেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত বাসগুলোকে শহরসহ বিভিন্ন জায়গায় গণপরিহনের কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী আদনান কবির বলেন, আমরা কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত বিআরটিসির গাড়িগুলো ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলতে দেখেছি। অদক্ষ চালক দিয়ে বিআরটিসির বাসগুলো পরিচালনা করায় ঘটছে দুর্ঘটনা। গত ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বহনকারী একটি বাসের ধাক্কায় নাদিয়া আফরিন নামের এক ছাত্রী গুরুতর আহত হন। ঐ চালকের শাস্তির দাবিতে গত ১৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেন শিক্ষার্থীরা। এছাড়া গত ১৮ মার্চ বিআরটিসি একটি বাস কোটবাড়ির চান্দিনীতে একটি যাত্রীবাহী সিএনজিকে ধাক্কা দিলে দুইজন আরোহী গুরুতর আহত হন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন কমিটির আহ্বায়ক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ্র দেব বলেন, আমরা দক্ষ চালক দেয়ার জন্য বিআরটিসি কর্তৃপক্ষকে বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকার লাগিয়ে বাসগুলো যাতে অন্যত্র চলতে না পারে সে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।